রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩২/১৩ জুলাই ২০২৫

নং **১২.০০.০০০০.০৯৮.১৭.০০১.১৮.১০৮**—১৪ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারি করা হইল।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি

দেশে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ও আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধীকরণ এর উদ্দেশ্যে 'হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি'টি প্রণয়ন করা হইল। 'বীজ আইন, ২০১৮; বীজ বিধিমালা, ২০২০ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের পরিপন্থি না হইলে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে;

১। **নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা**

(১) হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষিবিদসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল থাকিতে হইবে;

(২) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ডিহিউমিডিফাইড সংরক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে অথবা সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি গ্রহণের জন্য অন্য কোনো সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র থাকিতে হইবে;

(৩) নিবন্ধনের আবেদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন করিতে হইবে এবং ট্রায়াল স্থাপনের তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে।

২। **নিবন্ধনের আবেদন**

(১) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এ উল্লিখিত বিধি- ১১ এর উপবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম-১০ এ (পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর আবেদন করিতে হইবে;

(২) আবেদন ফরমের সহিত জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ১০(দশ) কেজি নমুনা বীজসহ ট্রায়াল স্থাপনের খরচ বোরো মৌসুমে ০৭ নভেম্বর, আমন মৌসুমে ১৫ মে ও আউশ মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(৩) নমুনা বীজের সহিত অন্য ফসল বা জাতের বীজ কিংবা অন্য কোনো শনাক্তকারী চিহ্ন ব্যবহার করিলে নমুনা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আবেদনকারীর প্রস্তাব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যাচাই-বাছাই করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবকারীকে জানাইতে হইবে;

(৪) প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে কোড নং ১৪২২৩২৯ এ জমা প্রদানপূর্বক চালানের মূলকপি আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে। হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য জাত প্রতি বোরো মৌসুমে ৭৮,০০০/- (আটাত্তর হাজার) টাকা (প্রতি স্থান প্রতি জাত ৬,৫০০/-), আমন মৌসুমে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (প্রতি স্থান প্রতি জাত ১০,০০০/-) ও আউশ মৌসুমে ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা (প্রতি স্থান প্রতি জাত ১৫,০০০/-) পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর জমা দিতে হইবে।

(৫) মূল্যায়ন দলের ৭ (সাত) জন সদস্য দুইবার মূল্যায়ন করিবেন। বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১(এক) জন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। ট্রায়াল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তরের ১(এক) জন/৩ (তিন) জন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক/উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ডিএই এবং অনস্টেশন ইনচার্জ/ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ ৩ জন করিবেন।

(৬) আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাতের মলিকুলার ডাটা (SSR Markers/গ্রহণযোগ্য Markers এর মাধ্যমে), প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/বিবরণী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র IP এবং RO পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করিবেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় উক্ত মলিকুলার ডাটা যাচাই করিবে।

(৭) আবেদনকারী জাত মূল্যায়নের জন্য প্রতি জাতের সর্বাধিক ২০(বিশ) কেজি হাইব্রিড ধান বীজ ‘উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১’ ও ‘উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা, ২০১৮’ অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবেন এবং আমদানিকৃত বীজের তথ্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

(৮) প্রতি মৌসুমে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান অনধিক ২(দুই) টি জাত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে।

৩। ট্রায়াল বাস্তবায়ন

(১) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে ফসলের জাত ও পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধানের জাত পরপর দুই বছর অনস্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়াল বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিডি, ইউএও, এসএএও) সহযোগিতায় অনফার্ম পরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় অনস্টেশন পরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন।

(৩) **অনস্টেশন এবং অনফার্ম এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরূপঃ**

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(১) ঢাকা অঞ্চল	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর/ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(২) ময়মনসিংহ অঞ্চল	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জামালপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৩) কুমিল্লা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, কুমিল্লা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৪) চট্টগ্রাম অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সোনাগাজী/বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ফেনী/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুবর্ণচর, নোয়াখালি।)	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৫) রাঙ্গামাটি অঞ্চল	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রাইখালী, কাপ্তাই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা/ বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৬) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, বরিশাল/আঞ্চলিক কৃষি কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল/কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), রহমতপুর, বরিশাল/লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(৭) যশোর অঞ্চল	পাথিলা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৯) রংপুর অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, বুড়িরহাট, রংপুর/ সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর/পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১০) সিলেট অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, আকবরপুর, মৌলভীবাজার/আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, হবিগঞ্জ/সিলেট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, সিলেট।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১১) ফরিদপুর অঞ্চল	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), ফরিদপুর/মসলা গবেষণা উপকেন্দ্র, বারি, ফরিদপুর/আঞ্চলিক কাযালয়, ব্রি, ভাঙ্গা, ফরিদপুর/বিনা উপকেন্দ্র, গোপালগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১২) খুলনা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সাতক্ষীরা/বিনা উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১৩) বগুড়া অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা/ টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাবনা/আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সিরাজগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১৪) দিনাজপুর অঞ্চল	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই), নশিপুর, দিনাজপুর/নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দিনাজপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

(৪) বর্ণিত ১৪টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCBD ডিজাইনে তিনটি Replication এর মাধ্যমে ন্যূনতম ৬টি অনস্টেশন ট্রায়াল এবং ন্যূনতম ৬টি নিকটবর্তী কৃষক পরিবারের জমিতে অনফার্ম ট্রায়ালের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাতের (বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, ঠান্ডা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি) বিবেচনায় ন্যূনতম ৪টি অঞ্চলে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা ও ৪টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি ৩টি অঞ্চলে ৩টি অনস্টেশন পরীক্ষা ও ৩টি অনফার্ম পরীক্ষায় সর্বাধিক ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রেড জাতের চেয়ে ২০% ফলন বেশি হইলে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৪টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে ৪টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ন্যূনতম ৬টি স্থানে (৩টি অনস্টেশন ও ৩টি অনফার্ম) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সর্বাধিক ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রেড জাতের চাইতে কমপক্ষে ৪টি (২টি অনস্টেশন ও ২টি অনফার্ম) স্থানে ন্যূনতম ২০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক নিবন্ধনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) প্রস্তাবিত জাতের প্রতি মৌসুমে ট্রায়ালের জন্য প্রতিটি অঞ্চলে ৩টি অনস্টেশন ও ৩টি অনফার্ম (প্রতিটি প্লট সাইজ ৪ মিটার × ৫ মিটার= ২০ বর্গমিটার) এর প্লট ব্যবহার করিতে হইবে। ঢলিয়া পড়িবার মানদণ্ড (০-৯), রোগ ও পোকামাকড় সংক্রমণ (০-৯) এবং ফেনোটাইপিক স্কেল পরিমাপের ক্ষেত্রে IRRI এর Standard Evaluation System (SES) এর গাইডলাইন অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলকে মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(৬) প্রতি মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতের ন্যূনতম (৬টি অঞ্চল × ৩টি প্লট) = ১৮টি করে অনস্টেশন ও ১৮টি করে অনফার্ম ট্রায়াল প্লট এবং সর্বাধিক (১০টি অঞ্চল × ৩ টি প্লট) = ৩০টি করে অনস্টেশন ও ৩০টি করে অনফার্ম ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা যাইবে। প্রস্তাবিত জাতের ট্রায়াল প্লটের অনুরূপ সংখ্যক প্লটে চেকজাতের ট্রায়াল স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) ট্রায়ালের জন্য নমুনা বীজের প্যাকেটে কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সংশ্লিষ্ট স্থানে ট্রায়াল স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৮) সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরনের হইবে।

(৯) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সর্বোচ্চ ফলনশীল মৌসুমভিত্তিক ইনব্রেড জাতকে চেক জাত হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং নিবন্ধন চাহিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে ২০% বেশি Strandard heterosis হইলে হাইব্রিড জাত হিসাবে নিবন্ধন করিবার সুপারিশ করা যাইবে।

(১০) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতসমূহের জীবনকাল বিবেচনায় রাখিয়া স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন হাইব্রিড জাতের সহিত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ইনব্রেড জাত এবং অধিক জীবনকাল সম্পন্ন হাইব্রিড জাতের সহিত অধিক জীবনকাল সম্পন্ন ইনব্রেড জাত চেক জাত হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন =/>১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সহিত ব্রি ধান ৮৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন=/<১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সহিত ব্রি ধান ৮৮ Standard চেক জাত হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। হাইব্রিড জাতের সহিত আমন মৌসুমে ব্রি ধান ৮৭ এবং আউশ মৌসুমে ব্রি ধান ৯৮ Standard চেক জাত হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রায়াল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করিবে।

(১১) দানার আকার-আকৃতি বিবেচনায় রাখিয়া স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত নির্বাচন করিতে হইবে। সুগন্ধি জাতের ক্ষেত্রে সুগন্ধি ইনব্রেড জাত চেক জাত হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে। ট্রায়ালের পরিচালনার ক্ষেত্রে চেক জাত হিসাবে প্রজনন শ্রেণির বীজ ব্যবহার করিতে হইবে।

(১২) প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত এবং গ্লুটিনাস ও বিশেষ গুণসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হইতে পারে।

(১৩) ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত মিলিং আউট টার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা যে কোনো মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।

৪। ফলাফল বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও উপস্থাপন

(১) কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত "আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল" প্রতিটি অঞ্চলের ছক মোতাবেক (পরিশিষ্ট 'খ') ট্রায়াল প্লটের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করিবে। তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের সময় বিএসএ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবেন।

(২) মাঠ মূল্যায়নের সময় "আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল" প্রস্তাবিত জাতের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করিবে এবং ছক অনুযায়ী (পরিশিষ্ট 'খ') প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম এর তথ্য সংগ্রহ করিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) সংগৃহীত তথ্য হইতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরী করিবেন এবং ফলাফল নির্দিষ্ট চেক জাতের সহিত তুলনা করিবেন।

(৪) ট্রায়াল শেষ হইবার দুই মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামতসহ প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবে। উক্ত প্রতিবেদন বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য যথাক্রমে ২০ আগস্ট, ২০ নভেম্বর এবং ২০ মার্চের মধ্যে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৫) মাঠ মূল্যায়নের পাশাপাশি পরীক্ষাগারে হাইব্রিড জাতের পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রতি আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণ করিতে হইবে। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সরবরাহ করিবে। ব্রি, গাজীপুর প্রস্তাবিত জাতের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হইবার প্রবণতা নিরূপণপূর্বক সুস্পষ্ট ফলাফল কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৬) প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাত হইতে অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে কমপক্ষে ২০% বেশি হইতে হইবে। তবে স্বল্প জীবনকাল এবং অন্য কোনো বিশেষ গুণসম্পন্ন (নির্দিষ্ট রোগ-পোকামাকড় প্রতিরোধী, সুগন্ধি, জিংক সমৃদ্ধ, আয়রণ সমৃদ্ধ, প্রোটিন সমৃদ্ধ, রাইস ব্র্যান অয়েল এর পরিমাণ, Glycemic Index Value (GI), Vitamin A সমৃদ্ধ, Alkali Spreading Value ইত্যাদি) হইলে কোনো হাইব্রিড জাতকে কারিগরি কমিটি নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৭) প্রস্তাবিত জাতটির ট্রায়ালের ফলাফল বিশ্লেষণে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে নিবন্ধনযোগ্য হইলে সারাদেশে এবং ৩টি অঞ্চলে নিবন্ধনযোগ্য হইলে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যাইবে।

(৮) ব্যতিক্রম হিসাবে একটি অঞ্চলের (অনস্টেশন এবং/অথবা অনফার্ম) ট্রায়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। সেই ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের (অনস্টেশন এবং/অথবা অনফার্ম) ফলন অন্যান্য অঞ্চলের (অনস্টেশন এবং/অথবা অনফার্ম) গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। অনস্টেশনের ফলন নষ্ট হইলে অন্যান্য অনস্টেশনের গড় ফলন, অনফার্মের ফলন নষ্ট হইলে অন্যান্য অনফার্মের গড় ফলন এবং একটি অঞ্চলের ফলন নষ্ট হইলে অন্যান্য অঞ্চলের গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই বা ততোধিক অঞ্চলের (অনস্টেশন এবং/অথবা অনফার্ম) ট্রায়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress tolerance/Resistance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(৯) নিবন্ধনযোগ্য জাত সাময়িকভাবে এবং শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

৫। নিবন্ধনের শর্ত

জাতীয় বীজ বোর্ডে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের অনুমোদন পাইবার পর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য বীজ উৎপাদন ও শর্তানুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে। নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের বীজ দেশে সফলভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও নিবন্ধিত জাতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত শর্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(১) প্রতিটি বীজের প্যাকেটে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লট নম্বর বা ব্যাচ নম্বর, জাতের নিবন্ধিত অঞ্চল, বীজের পরিমাণ, জাতের নাম, অঙ্কুরোদগম হার, বিশুদ্ধতার হার, উৎপাদন মৌসুম, সর্বোচ্চ মূল্য, ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সূচি, প্যাকিং এর তারিখ এবং "হাইব্রিড বীজ হইতে উৎপাদিত ফসলের বীজ রাখা যাইবে না" উল্লেখ করিতে হইবে। বিভিন্ন পরিমাণের ব্যাগে বীজ বাজারজাত করিতে হইবে যাহাতে বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাগ উন্মুক্ত করিয়া বীজ বিক্রি করিতে না হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ কোনো ক্রমেই কৃষক পর্যায়ে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) জাত নিবন্ধনের ২য় বৎসর হইতে জাত নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) প্যারেন্ট লাইন ধান বীজ আমদানির জন্য আবেদনপত্রের সহিত উক্ত বীজ চাষাবাদের স্থান, জমির পরিমাণ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করিতে হইবে। প্যারেন্ট লাইন চাষাবাদের পর উক্ত বীজ হইতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত বীজের পরিমাণের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে প্রেরণ করিতে হইবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতিষ্ঠান ও জাতওয়ারী বীজ উৎপাদনের তথ্য একীভূত করিয়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে। বীজ উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী বৎসর হইতে এফ-১ বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) বোরো মৌসুমের জাতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬(ছয়) বৎসরের জন্য নিবন্ধন কার্যকর হইবে। জাত নিবন্ধনের ৩য় বৎসর হইতে ৬ষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে যথাক্রমে শতকরা সর্বোচ্চ ৮০, ৬০, ৪০ ও ২০ ভাগ এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি প্রদান করা যাইবে। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে। ৭ম বৎসর হইতে প্যারেন্ট লাইনস (Parent Lines) ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাইবে না। তবে, আমদানির উৎস দেশ হইতে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকিলে প্যারেন্ট লাইনস আমদানির স্বার্থে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫ টন এফ-১ ধান বীজ আমদানির অনুমতি দেওয়া যাইবে।

(৫) আউশ ও আমন মৌসুমে ইতোপূর্বে (২৫.০৪.২০২৪ তারিখের পূর্বে) নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের এফ-১ বীজ ১২(বারো) বছর পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ বা পরবর্তীতে নিবন্ধিত জাতের বীজ ০৮(আট) বছর পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: আকতার হোসেন খান

প্রধান বীজতত্ত্ববিদ

বীজ অধিশাখা।

পরিশিষ্ট 'ক'

ফরম-১০

[বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি- **১১** এর উপ বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ আবেদন

বরাবর

পরিচালক

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

তারিখঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ

২। বীজ ডিলার নিবন্ধন নম্বর (হালনাগাদ):

৩। প্রস্তাবিত জাতের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাঃ

৪। যে জাত হইতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার

(ক) বাংলা নামঃ

(খ) ইংরেজি নামঃ

(গ) উদ্ভিদতাত্ত্বিক/বৈজ্ঞানিক নামঃ

(ঘ) স্টেশন নম্বরঃ

(ঙ) জাতের প্রস্তাবিত নাম (বাংলা ও ইংরেজি):

৫। প্রস্তাবিত জাতের উৎসঃ

(ক) সূচনাঃ

(খ) উৎস দেশ/স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামঃ

(গ) মূল স্টেশন নম্বর (Number):

(ঘ) বংশ পরিচয় নম্বর (Pedigree Number):

(ঙ) প্যারেনটেজ (Parentage):

৬। প্রস্তাবিত জাতের পরিবেশগত (Ecological) চাহিদা:

(ক) মৌসুম:

(খ) মৃত্তিকা:

(গ) পানি:

(ঘ) অন্য কোনো তথ্য:

৭। প্রস্তাবিত জাতের কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomical) চাহিদা:

(ক) চাষ পদ্ধতি:

(খ) প্রতি হেক্টরে বীজের হার (কেজি):

(গ) রোপণ দূরত্ব:

(ঘ) প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা:

(ঙ) প্রতি হেক্টরে সারের প্রয়োজনীয়তা:

(চ) মাঠে ফসলের জীবনকাল (বীজ হইতে বীজ):

৮। পণ্য ব্যবহারের জন্য যদি বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার বিবরণ:

৯। ফসলের ব্যবহারযোগ্য অংশের নাম:

১০। রোগ এবং পোকার প্রতিক্রিয়ার উপর কোনো পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ:

(ক) প্রাকৃতিক (পরীক্ষিত মৌসুম/বৎসরের সংখ্যা):

(খ) কৃত্রিমঃ

১১। প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাঃ

১২। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলোর বর্ণনা (টন/হে.):

(ক) অগ্রগামী সারির ফলন পরীক্ষা (AYT):

(খ) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা (RYT):

(গ) অগ্রগামী সারির অভিযোজন পরীক্ষা (ALART):

(ঘ) কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষাঃ

(ঙ) খামারে ফলন পরীক্ষাঃ

(চ) কৃষকের মাঠে পরীক্ষা (PVT):

১৩। (ক) প্রজনন দ্রব্যের উৎসঃ

(খ) প্রস্তাবিত জাত উন্নয়নের পদ্ধতিঃ

১৪। (ক) প্রস্তাবিত জাতের সামগ্রিক অঙ্গাসংস্থান (Morphology):

(খ) জাত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

১৫। (ক) কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে (Agro-Ecological Zone) জাতটির উপযুক্ততাঃ

(খ) উপযুক্ত শস্য বিন্যাসের বর্ণনা, যদি থাকেঃ

১৬। সার ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ অনুকূল চাষ পরিচর্যার বর্ণনাঃ

(ক) রোপণঃ

(খ) সার প্রয়োগঃ

(গ) পানি ব্যবস্থাপনাঃ

১৭। (ক) ফলন পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রস্তাবিত জাতের বর্ণনা:

(খ) সর্বোত্তম জাতের বৈশিষ্ট্যের সহিত তুলনামূলক পার্থক্য:

(গ) কোনো প্রজাতির প্রত্যাহারের পরামর্শ থাকিলে তাহার নাম:

১৮। শস্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

১৯। (ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণের পদ্ধতি (কোনো নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে তাহার বর্ণনা):

(খ) গুদামজাতকরণ পরীক্ষার ফলাফল:

(১) প্রাকৃতিক অবস্থায়:

(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (বিশেষ প্রকার/পদ্ধতি):

২০। (ক) ভৌত উপাদান (আকার, আকৃতি, ওজন ইত্যাদি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

আকার/ আকৃতি:

বুনট (Texture):

বর্ণ (Colour):

এক হাজার দানার ওজন (গ্রাম) (আলু/ ইক্ষু ব্যতীত):

বীজের সুপ্ততা:

(খ) রাসায়নিক উপাদান, পুষ্টিগত অবস্থা এবং রান্নার উপযোগিতা কৌশল (ভোজ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে):

(গ) পুনরুদ্ধারের অনুপাত (Recovery ratio) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) ফসলের ভোগ্য অংশ ভাঙ্গার অনুপাত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২১। রোগ বালাইয়ের প্রতিক্রিয়া:

২২। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত অংশ:

২৩। (ক) বীজ উৎপাদনের পদ্ধতি (ইনব্রিড বা হাইব্রিডের জন্য গৃহীত বিশেষ সতর্কতা, পৃথকীকরণ মান, বীজের জীবনীশক্তি কমপক্ষে ১২(বার) মাস পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং বিশেষ গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা):

(খ) অঙ্গসংস্থানগতভাবে (Morphologically) কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতিসমূহের তালিকা:

(গ) ডিইউএস (DUS) টেস্ট এর আলোকে কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতির তালিকা হইতে পার্থক্যের তালিকা (প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে);

২৪। (ক) কে বা কোথায় প্রজনন বীজ উৎপাদন করিবে:

(খ) মৌসুমওয়ারী/ বাৎসরিক কী পরিমাণ প্রজনন বীজ সরবরাহ করা যাইতে পারে:

(গ) কে ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করিবে এবং উৎপাদনকারীর মতামত নেওয়া হইয়াছে কি না:

(ঘ) ডিএই যখন কৃষকের মাঠে জাত উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রদর্শনী গ্রহণে সমর্থ হইবে তখন কতগুলি প্রদর্শনী করিতে হইবে:

(ঙ) উপরে উল্লিখিত সকল তথ্য ও ফসল সংগ্রহোত্তর এবং বীজ উৎপাদন সংবলিত একটি বাংলা প্রযুক্তি অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযোজিত।

২৫। অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

আবেদনকারীর নাম, পদবী এবং স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল

আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১। বীজ ডিলার নিবন্ধন সনদের কপি।

২। আবেদনকারী কর্তৃক জাতটির গুণগতমান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব বহন করিবার ঘোষণাপত্র।

৩। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সদস্য মর্মে সনদপত্রের কপি দাখিল করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ‘খ’ (সংশোধিত ছক)

হাইব্রিড ধানের মাঠ মূল্যায়ন ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ফুল আসার পর্যায় (১ম পরিদর্শন).......পরিপক্কতার পর্যায় (চূড়ান্ত পরিদর্শন) ....
ট্রায়ালের স্থান: ....

জাতের কোড নং	বীজ তলায় বপনের তারিখ	মূল জমিতে রোপণের তারিখ	৫০% ফুল আসার তারিখ	প্রধান রোগ সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		প্রধান পোকামাকড় সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		ফেনোটাইপিক গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডের স্কেল (০-৯)		ঢলে পড়ার মানদন্ড (%)		পরিপক্ক-তার তারিখ	পরিপক্কতার সময় (দিন) (বীজ হইতে বীজ)	চিটার %	১৪% আর্দ্রতায় ফলন (কেজি/ হে.)		গড় ফলন (কেজি/ হে.)		মন্তব্য
				১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন				R_1	R_2	R_3		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

কর্তনের তারিখসমূহ : ১।   ; ২।

মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দের নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ		দলনেতার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ	
১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
১।	১।		
২।	২।		
৩।	৩।		
৪।	৪।		
৫।	৫।		
৬।	৬।		
৭।	৭।		

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd